টরন্টোর কড়চা

দেখতে দেখতে জুলাই এসে গেল। এ অঞ্চলের বহু আকাঙ্খিত গ্রীষ্মকাল। ঝলমলে রোদ, উষ্ণ আবহাওয়া, সেই সাথে গ্রীষ্মে ছুটি নিয়ে বেড়ানোর পরিকল্পনা-এইসব হিসেব করতে করতেই গ্রীষ্ম তড়িঘড়ি করে এসেই যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই গ্রীষ্ম এলে সবার ব্যস্ততা বেড়ে যায়। আর হবেই বা না কেন, বাকী সময়টাতো বলতে গেলে কেটে যায় শীতের দাপটে কুঁকড়ে থেকে আর গ্রীষ্মের প্রতীক্ষায় দিন গুনে। মাস গুনে গ্রীষ্ম এসেছে বটে তবে প্রকৃতিরও মেজাজ-মর্জির ব্যাপার আছে না- গরম যখন পড়ল,তখন ক'দিন ঊর্দ্ধমূখী তাপমাত্রা আর ভ্যাপসা বাতাসের সাথে প্রখর রোদে বাইরে বেড়ানোর সখ মজে যেতে না যেতেই হুট করে নেমে এল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আর সাথে দমকা হাওয়া যা এমনই শীতল যে তা শরীর জুড়ায় না একেবারে হাড়ে কাঁপুনি ধরায়। এখানে অনেকে মজা করে বলে দুদিন পরপর বৃষ্টির শেষে যে দিনটি আসে তা হলো সোমবার, অর্থাৎ সাপ্তাহিক ছুটির দুটি দিনই মাটি (আসলে কাদা) তবুও গ্রীষ্মকাল তো বটে! আর প্রকৃতিরই বা কি করার আছে- আমরা মানুষেরা উন্নতি, অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় এমনই দিশেহারা যে বায়ু দূষণ থেকে শুরু করে প্রকৃতিকে বিগড়ানোর তাবত ক্রিয়াকর্মই করে যাচ্ছি বেপরোয়াভাবে। তাই এখনও যে রোদ ঝলমলে কিছু নির্মল দিন পেয়ে যাচ্ছি, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভালো। জুলাই এর শুরু হলো আনন্দ-উৎসব দিয়ে। পয়লা জুলাই Canada Day হিসেবে পালিত হয়। এটি জাতীয় ছুটির দিন। এ দিনটিতে ক্যানাডার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়। ১৮৬৭ সালের এই দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ প্রদেশগুলির একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে নতুন যে Confederation গঠিত হয় তাই Canada নামে পরিচিত হয়। সেই হিসেবে এ বছর ছিল ১৩৪তম বার্ষিকী। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে। ঐ দিন 'বাংলা মেলা' শীর্ষক অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করে সাপ্তাহিক 'বাংলা কাগজ' ও 'ক্যানাডা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স' বাঙালী অধ্যুষিত ভিক্টোরিয়া পার্ক/ডানফোর্থ এলাকায়। এতে ছিল মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা এবং পাশেই মাঠে ক্রীড়া ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার আয়োজন। বহু লোকের উপস্থিতি। শিশু-শিল্পীদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা উৎসবের আমেজ এনে দিয়েছিল। অনুষ্ঠানের মান, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকা সত্তেও এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন, এখানকার বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর সাথে আমাদের মত অভিবাসী সম্প্রদায়ের সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই আমার ধারণা।

এই শহরে আমাদেত্ম লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাহিদানুযায়ী কিছু নতুন প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। সম্প্রতি 'সফটকম্প টেকনোলজি ইনকরপোরেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হলো টরন্টোর বাঙালী এলাকা বলে পরিচিত ভিক্টোরিয়া পার্ক/ড্যানফোর্থ এলাকায়। বাংলাদেশী প্রবাসীদের জন্য স্বল্প খরচে software development এ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে গঠিত এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের software design ও development সহ ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক website তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক'জন বাঙালী প্রকৌশলী এই উদ্যোগটি নিয়েছেন।

গত ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হলো বিশিষ্ট লেখিকা মিসেস খালেদা সিন্‌হার সম্বর্ধনা উপলক্ষে সাহিত্য আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছুটির দিনের মনোরম বিকেলে উলে-খযোগ্য সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা এই ব্যতিক্রমী চমৎকার অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। লেখিকা লস এঞ্জেলেসে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেয়ার পর টরন্টো বেড়াতে এসেছিলেন প্রবাসী বড় মেয়ে ও জামাতার আমন্ত্রণে। অনুষ্ঠানে মিসেস খালেদা সিনহার লেখা থেকে পাঠ ও তার পরিচিত পর্বের পর তাঁর লেখা নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাঁদের মধ্যে ছিলেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রতিষ্ঠায় অগ্রদূত ড: মহাদেব চক্রবর্তী, সুপরিচিতি কথাশিল্পী মিসেস ফরিদা রহমান, টরন্টোর সাহিত্যানুরাগী সংগঠন 'আমরা কজনা সাহিত্য পরিষদ' এর সভাপতি জনাব মোয়াজ্জেম খান মনসুর ও কর্মকর্তাবৃন্দ সর্বজনাব শফিউল আলম খান, বেলায়েত হোসেন রিপন এবং সোনাকান্তি বড়ুয়া। বক্তাগণ লেখিকার আত্মজীবনী ভিত্তিক 'জীবনের পাতা থেকে নেয়া' বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। মিসেস খালেদা সিনহা 'জীবনের পাতা থেকে নেয়া' বইটির ৮৩৯ পৃষ্ঠার বিপুল কলেবরে প্রায় ছয় দশকের বিশাল সময়কে সততার সাথে প্রাঞ্জল ভাষায় নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। ক'বছর আগে টরন্টোতে যখন বড় মেয়ের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন তখন তার একান্ত অনুরোধেই লেখিকা এই বইটির লেখা শুরু করেছিলেন, সেই স্মৃতিচারণ করলেন লেখিকার বড় মেয়ে টরন্টো স্কুল বোর্ডের শিক্ষয়িত্রী মিসেস ইয়াসমীন হাসান জেসমীন। উলে-খ্য যে, তিনি ও তাঁর স্বামী প্রকৌশলী ফয়সল হাসান, 'আমরা ক'জনা সাহিত্য পরিষদের' সহযোগিতায় মিসেস খালেদা সিন্‌হার সম্বর্ধনা, সাহিত্য আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। আলোচনা পর্বের শেষে ৫৮ বছর বয়সী লেখিকা তাঁর স্বভাবসুলভ নম্র ভাষণে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উলে-খ করা যেতে পারে স্মৃতিচারণমূলক লেখা জীবনের পাতা থেকে নেয়া বইটির মাধ্যমে লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও ছোটদের জন্য লেখা মিলিয়ে তাঁর ছ'টি বই প্রকাশিত হয়েছে গত চার বছরের স্বল্প সময়ে। শিশু-শিল্পী পরমার চমৎকার নৃত্য পরিবেশনা দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরু হয় এবং এর পর কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশনায় অংশ নেন আরও ক'জন শিশু-শিল্পী ও টরন্টো বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। আবৃত্তির বৈচিত্র ও সুনির্বাচিত গান শ্রোতা দর্শকদের আনন্দ দেয়।

এবারের মত লেখাটি শেষ করতে হয়। তার আগে ক্রিকেট খেলার কিছু খবর। সম্প্রতি টরন্টোতে অনুষ্ঠিত হলো ICC TROPHY টুর্নামেন্ট। এতে ২২টি দেশ অংশ নেয়। Canada শক্তিশালী Scotland কে তৃতীয় স্থান নির্ধারনী খেলায় ৫ উইকেটে পরাজিত করে আগামী ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করল। ১৯৭৯ সালের পর এই প্রথমবার ক্যানাডা ক্রিকেটের বিশ্বকাপে অংশ নেবে। টরন্টোবাসী ক্রিকেটামোদীদের জন্য এ ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সুসংবাদ। উলে-খযোগ্য, নেদারল্যান্ড, নামিবিয়াকে শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনালে পরাজিত করে ICC TROPHY জিতে নেয়। ❐

প্রতিবেদক : আলী হায়দার।

সিলিকন ভ্যালীতে প্রকৌশলীদের অনুষ্ঠান

জুলাইয়ের ২১ তারিখে আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট (এএবিইএ) আয়োজন করে ত্রৈমাসিক সভার। এ বছরের দ্বিতীয়বারের মতো এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সান্টা ক্লারার একটি হোটেলে দুপুরের খাবার দিয়ে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর ও পারডু্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ড. আবদুল মতিন পাটোয়ারী।

প্রায় শতাধিক প্রকৌশলী, পেশাদার ও তাদের পরিবারের উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জনাব মুনির আহমেদ। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় National Semiconductor কোম্পানীর Human Resources ডিরেক্টর ডায়ানা উইলসের 'ক্যারিয়ার গড়ার উপায় ও সুযোগ' শিরোনামের পরিবেশনা দিয়ে। তাকে সাহায্য করেন এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মার্ক এসডোরনেটো। মার্ক তার পরিবেশনায় ব্যাখ্যা করেন ভালো চাকুরি পাওয়ার উপায়গুলো। প্রফেসর আবদুল মতিন পাটোয়ারী বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ইনফরমেশন টেকনোলজির উপরে। ১৯৬১ সালে আণবিক শক্তি কমিশনের প্রথম কম্পিউটার থেকে শুরু করে তিনি বাংলাদেশের আইটি ইতিহাস তুলে ধরেন। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অধিক সংখ্যক কম্পিউটার গ্র্যাজুয়েট বের করার উপর জোর দিয়ে তিনি বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের আহবান জানান। যদিও বাংলাদেশে অনেকগুলো কমিশন গঠন করা হয়েছিল, তার মতে বেশির ভাগ কমিশনেরই সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয় নি। তিনি বে এরিয়ার প্রকৌশলীদের বাংলাদেশের পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার আহবান জানান।

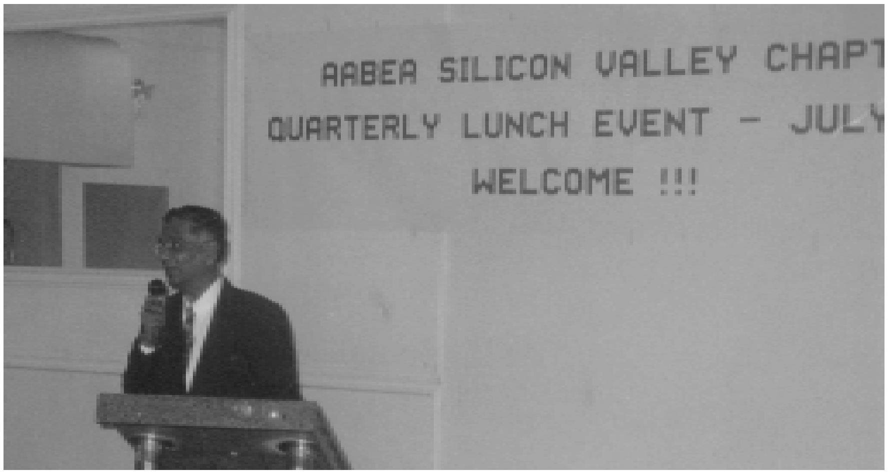

বাংলাদেশের আইটি'র ভবিষ্যতের উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এএবিইএ-র প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট জনাব জাহাঙ্গীর দেওয়ান। তিনি বাংলাদেশের আইটি উন্নয়নে সিলিকন ভ্যালী'র প্রকৌশলীদের আর্থিক ও সরাসরি অবদানের আবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মিডিয়াম স্কুল, হাই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গ্র্যাজুয়েটদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ❐

ছবি :
উপরের সারি :প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যাপক আব্দুল মতিন পাটোয়ারী।
নীচের সারি : কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ।

প্রতিবেদক : জিয়াউল করিম লোটাস।

'পড়শী' তে লেখা পাঠাবার নিয়ম

উত্তর আমেরিকায় অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে
অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হবে না
লেখা ই-মেইল, ডাক অথবা ফ্যাক্সে পাঠাতে পারেন

যোগাযোগ :
editors@porshi.com
e-fax : 707-988-0328

ভ্যাংকুভারের চিঠি

ঘুষ বা উৎকোচ কবে বা কখন প্রথম চালু হয়েছিল, সে তথ্য আমার হাতে নেই। তবে এ তথ্য বের করতে বেশিক্ষণ লাগে না যে, বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ চাকুরিজীবীই আজ ঘুষে আক্রান্ত। গ্রামের কৃষক-মজুরদের মাঝে ঘুষের প্রথা চালু না থাকলেও অফিস আদালতে এর প্রভাব অত্যন্ত চড়া। বেসরকারির চেয়ে সরকারি কার্যালয়গুলোতে লক্ষ্য করা যায় ঘুষের অবাধ প্রচলন। ঘুষ যে একটা প্রথম শ্রেণীর দুর্নীতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে ব্যক্তি ঘুষ দেয় বা যে ব্যক্তি ঘুষ নেয় তারা দু'জনই সমান অপরাধী। এমন কথার উলে-খ হাদিসেও আছে।

গত ১৩ মে রোববার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল "বাংলাদেশে সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষকে দরিদ্র গৌরবহীন ও কোণঠাসা দেখতে কেমন লাগে" শীর্ষক সেমিনার। সেমিনার আয়োজন করেছিল "ঘুষ ও অন্যায় উপার্জনমুক্ত বাংলাদেশ ফোরাম" (11346, 87th Ave, Delta Bc Canada V8c 2Z8, Tel: 604-590-6462), ফোরামের উদ্যোক্তা রফিকুল ইসলাম। রফিকুল ইসলাম যখন সেমিনারের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, দেখলাম, দিনটি রোববার, বিশ্ব মাতৃদিবস। বললাম, ভালই তো, দিনটি শুধু আনন্দ আর ভালবাসার মধ্য দিয়ে পালন না করে, অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সভা-সমিতি করে হলেও প্রবাসে বসে অন্তত অংশগ্রহণ করা যাবে দুর্নীতিমুক্ত মাতৃত্ব আন্দোলনের। ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বাস্তবায়নের পর, এ দিবসটির উত্থাপক রফিকুল ইসলামের ঘুষমুক্ত দেশ গড়ার কল্পে এটা তার দ্বিতীয় আন্দোলন। যে উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত আছেন এখানকারই আরো কয়েকজন বাংলাদেশী। গত ১০ এপ্রিল ২০০১ সালের দৈনিক প্রথম আলোতে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী তাঁর 'ভ্যাঙ্কুভারে বসে বঙ্গ দর্শন' কলামে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সম্প্রতি বাংলাদেশে মো. আইয়ুবুর রহমান, কাজী ফজলুর রহমান এবং এ.টি.এম শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন 'জনসেবার জন্য প্রশাসন' শীর্ষক যে রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন, তার ওপর একটি চমৎকার নিরীক্ষামূলক ইশতেহার প্রকাশ করেছে ভ্যাঙ্কুভারের এই ফোরাম এবং তারা বাংলাদেশকে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে নয়দফা সুপারিশমূলক এক স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে পাঠিয়েছে, যদিও বর্তমান বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে স্মারকলিপিটি তারা বাংলাদেশে দুই নেত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো নেত্রীর কাছে থেকে কোনো প্রকার সাড়া এই ফোরাম পায় নি। কাকস্য পরিতাপ! যাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ডুবে আছে ঘুষের মধ্যে, যারা হাবুডুবু খাচ্ছে দুর্নীতির সমুদ্রে, তাদের কাছে কীভাবে আশা করা যায় এর উত্তর?" জনাব চৌধুরী তাঁর কলামে আরো লিখেছেন, "রফিকুল ইসলাম তবু আন্দোলনটি চালিয়ে যেতে চান। তার মত হলো, কোথাও না কোথাও থেকে আমাদের শুরু করতে হবে। সবাই যদি হাল ছেড়ে বসে থাকি, তাহলে তো দুর্নীতিমুক্ত, ঘুষ এবং অন্যায় আবর্জনামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম শুরু করা যাবে না। কাউকে না কাউকে সকল ঝুঁকি নিয়ে এই আন্দোলনের পতাকা তুলে ধরতে হবেই। তা না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে। দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হবে কঠিনতম কাজ।"

গাফ্‌ফার চৌধুরীর ওই কলাম পড়ে কেবলমাত্র বাংলাদেশই নয়, বিদেশ থেকেও প্রচুর বাংলাদেশী একাত্ম ঘোষণা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে রফিকুল ইসলামকে। সৈয়দ নিজাম উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন মিজানুর রহমান মজুমদার, সৈয়দ মহসীন, আলী আজম খান, রহমত উল-াহ, ইঞ্জিনিয়ার শওকত, আরিফুর রহমান, রেজাউর রহমান রাজু, আসিফুর রহমান, শফিকুল ইসলাম, আমীনুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, ড. শাহীন, কাজী পিয়াল এবং কাজী উৎপল।

গত ২৭ মে রোববার পোলিশ কম্যুনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল Greater Vancouver Bangladesh Association আয়োজিত ২০০১ সালের বার্ষিক সভা ও নির্বাচন। GVBA-এর জন্ম যদিও ১৯৯৩ সালে, ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন এ বছর নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো তৃতীয় বারের মতো। দুপুর ১টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত চলেছে ভোট গ্রহণ। গ্রেটার ভ্যাঙ্কুভারের প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটির জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে এ নির্বাচনে। অনেকেরই মতে, এবারের নির্বাচনী সমাগম ছিল অন্যান্যবারের তুলনায় বেশি এবং শান্তিপূর্ণ।

নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আজমল হক রাজ, শাহাদৎ হোসেন এবং সৈয়দ নিজাম উদ্দীন আহমেদ। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল দুটি প্যানেল, একটি খুরশিদ রহমানের নেতৃত্বে এবং অন্যটি রুহুল জামানের নেতৃত্বে। প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর মাত্র চার ভোটের ব্যবধানে রুহুল জামান প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন।

তার প্যানেলের অন্যান্য পদে নির্বাচিতদের মধ্যে:

Vice President: মইনুল চৌধুরী সেতু
General Secretary: খালেক মোস্তাক
Joint Secretary: সৈয়দ কুদরৎ-ই-এলাহী (সুমন)
Organizing Secretary: ইয়াকুব খান বাবু
Treasurer: শফিউদ্দীন আহমেদ
Cultural Secretary: মোহাম্মদ কামাল
Member: মনসুর আহমেদ খান

GVBA-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট খুরশিদ রহমান নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও প্যানেলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্যদিকে নতুন প্রেসিডেন্ট রুহুল জামান টেলিবাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভ্যাঙ্কুভারবাসী সকল বাংলাদেশীকে তাকে নির্বাচিত করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং সামনের সকল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সহযোগিতা কামনা করেছেন। ❐

প্রতিবেদক : আমিনুল ইস্‌লাম মওলা।